দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 05 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ .....

17

ইনকিলাব

চট্টগ্রাম ভার্সিটির দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ও সিটি সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত

আবদুল মালেক ঃ ৪ জুন ঃ চট্টগ্রাম শহরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ও সিটি সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, সমাজ বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও আইন অনুষদের শহরে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হবে। বিজ্ঞান অনুষদ, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, ইনস্টিটিউট ও ফরেস্ট্রি ইনস্টিটিউট বর্তমান অবস্থানে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদনক্রমে শ্রীঘ্রই দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কার্যক্রম শুরু হবে। জানা গেছে, সিন্ডিকেটের বিগত ৩১১তম এক্সট্রা অডিনারী সভায় সিন্ডিকেট সদস্য ও অর্থনীতির প্রফেসর মঈনুল ইসলাম দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ও সিটি সেন্টার স্থাপন সংক্রান্ত একটি লিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, ভার্সিটির চরম আবাসিক সংকটের ফলে ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী ও সিংহভাগ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী প্রতি কার্যদিবসে শহর ও দূরদূরান্ত হতে ক্যাম্পাসে যাতায়াত করতে হয়। সকাল ৮টা/৯টার মধ্যে ক্যাম্পাসে পৌছে আবার বেলা ১টার মধ্যে শহরমুখী হতে হয়। এতে যাতায়াতখাতে যে প্রচুর পরিমাণ অর্থ অপচয় হচ্ছে তা নয়, ভার্সিটি এলাকায় যে কোন অবাঞ্ছিত ঘটনায় প্রতিনিয়ত সকলকে জিম্মি হয়ে পড়তে হয়। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও শারীরিক মানসিক যন্ত্রণায়, পাঠদানে ও পাঠ গ্রহণে দক্ষতা হ্রাস ও ভার্সিটি গ্রন্থাগার অব্যবহৃত রয়ে গেছে। শহর বিচ্ছিন্নতার কারণে মেধা ও মননের যথাযথ বিকল্প হচ্ছে না এবং শিক্ষাকার্যক্রম পঙ্গুত্ব বরণ করছে। উপরন্ত অবকাঠামোগত সমস্যায় বর্তমান ক্যাম্পাসে নতুন ভবন নির্মাণ কল্পে পাহাড় কাটা প্রচুর অর্থ অপচয়সহ মাটি পরীক্ষায় উপযুক্ত স্থানের অভাবে সংশ্লিষ্ট ভবনের স্থায়ীত্ব নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

উপরোক্ত সমস্যার আলোকে শহরে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপন জরুরী। দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য শহরের ষোলশহর রেল জংশন সংলগ্ন নব গবেষণাগার এলাকা অথবা পাহাড়তলী ফয়েজলেকস্থ প্রস্তাবিত ভেটরেনারী কলেজের জন্য হুকুমদখলকৃত খালি জায়গা প্রস্তাব করেন। এ প্রসংগে তিনি প্রস্তাবিত ভেটরেনারী কলেজ ও বন্যা গবেষণাগার চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন।

ভার্সিটির নতুন বাণিজ্য ও সামাজ বিজ্ঞান ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপনের কাজে ব্যয় করার জন্যও প্রস্তাব করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নীতিগতভাবে প্রস্তাবটি পাস হয়। এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রীঘ্রই সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ চ্যান্সেলরের সাথে সাক্ষাত করবেন বলে সূত্র জানান।